শিশু-সংক্রান্ত বিষয়ে
সাংবাদিকতার নীতিমালা

MRDI

unicef

শিশু-সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতিমালা

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৫

ভূমিকা

সাংবাদিকের কাজ বহু মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। সাংবাদিককে এর দায়দায়িত্ব নিতে হয়। শিশুবিষয়ক রিপোর্টিংয়ে এটা আরো বেশি প্রাসঙ্গিক।

শিশুরা আমাদের রোজকার কাজে অনেক বড় বিবেচনার দাবিদার হয়ে আসে। শিশুর কল্যাণের জন্য সাংবাদিকতা মানে চির-ভবিষ্যতের স্বার্থে কাজ করা।

শিশুরা জনসমাজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। ভবিষ্যতের সুস্থ জনসমাজের স্বার্থেই আপনার কাজে শিশুর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের প্রতি মনোযোগী হওয়া বিশেষ জরুরি হবে। অন্যদিকে, শিশুরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাংবাদিকতার ফল ভোগ করে। সাংবাদিক সজাগ না থাকলে এটা শিশুর জন্য দুর্ভোগ হয়ে যেতে পারে, তার ওপর স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

আদর-মমতা-সংবেদনশীল বিবেচনার পাশাপাশি মর্যাদা এবং বৃদ্ধি ও বিকাশের উপযোগী পরিবেশ শিশুর অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করার, উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও বহাল রাখার দায়িত্ব বড়দের। সমাজের সচেতন অংশ হিসেবে সাংবাদিকদের এটি আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে হবে।

তাই শিশুকে নিয়ে বা শিশুবিষয়ক সংবাদ তৈরি ও প্রচারে নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় সংবাদপত্রের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সংবাদ প্রচারের নানাবিধ নতুন নতুন ও চিত্তাকর্ষ মাধ্যমের ভিড়েও ধ্রুপদী মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা আছে। তাই সংবাদশিল্পকে সঠিক পথ চেনানো এবং সেই পথে চলতে উৎসাহিত করার দায়ও সংবাদপত্রের সবচেয়ে বেশি। সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা চর্চার ক্ষেত্রেও সংবাদপত্রগুলোকেই দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলাদেশে শিশুদের নিয়ে বা শিশুবিষয়ক সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেই। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রগুলো পথ দেখাতে পারে। তারা এই নীতিমালাটিকে গ্রহণ করে এর চর্চা শুরু করতে পারে। সংবাদকর্মীদের ওপর এটি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে। এই চর্চা অন্য সংবাদপত্র এমনকি অন্য ধারার গণমাধ্যমকেও উৎসাহিত করবে। এটি যেমন শিশুর জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে, তেমনি বাংলাদেশে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার একটি শুভ চর্চার সূচনা করবে।

দ্য ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (BBC), দি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP)-সহ কিছু সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক মোর্চা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্ট (IFJ) এবং জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা UNICEF-এর এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। এই নীতিমালাগুলো পর্যালোচনা করে, সেগুলোর দিকনির্দেশ নিয়ে এই নীতিমালা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো এটি অনুসরণ করলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

শিশুসংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতিমালা তৈরি করতে বিশেষ অবদান রেখেছেন দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহর এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময়-সভায় উপস্থিত বিভিন্ন জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়

থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সম্পাদকবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, যা নীতিমালাটির প্রাথমিক কাঠামো প্রণয়নে সহায়তা করেছে। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা।

নীতিমালাটি প্রণয়নে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা এবং প্রতিটি পর্যায়ে তার গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ও পরামর্শের জন্য আমরা তার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সব মতামত ও সুপারিশের সমন্বয়ে নীতিমালাটি প্রণয়নে উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন কুররাতুল-আইন-তাহমিনা, উপদেষ্টা (নিউজ), *প্রথম আলো*।

নীতিমালাটি চূড়ান্তকরণে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন মনজুরুল আহসান বুলবুল, সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং জাহিদ নেওয়াজ খান, বার্তা সম্পাদক, চ্যানেল আই ও সম্পাদক, চ্যানেল আই অনলাইন। তাদের কাছেও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিভাগীয় মতবিনিময়-সভাগুলোতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাবেক ব্যুরো-প্রধান ফরিদ হোসেনের প্রতি।

এ ছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে সার্থক মতবিনিময় সভা আয়োজনের জন্য আমার কৃতজ্ঞ এমআরডিআই-এর বিভাগীয় সমন্বয়কারী সাংবাদিক এম নাসিরুল হক, এস এম হাবীব, লিটন বাশার, আনোয়ার আলী সরকার, রফিক সরকার ও সংগ্রাম সিংহের কাছে।

পরিশেষে নীতি-নৈতিকতা মেনে শিশুবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়নের এই কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা করার জন্য ইউনিসেফ বাংলাদেশের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ কাজের সঙ্গে যুক্ত এমআরডিআই-এর কর্মীদের।

নীতিমালাটি তৈরিতে কুররাতুল-আইন-তাহমিনার লেখা *রিপোর্টারের জন্য নীতি-নৈতিকতা : প্রসঙ্গ শিশু* বইটি এবং এমআরডিআই কর্তৃক 'নীতি-নৈতিকতা মেনে শিশুদের জন্য সাংবাদিকতা' শীর্ষক সাংবাদিক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ মডিউলের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

লিখিত নীতিমালা/আচরণবিধি কেন দরকার

সাংবাদিকের কাজ, স্বাধীনভাবে সব রকম প্রভাবমুক্ত থেকে সত্য খোঁজা ও প্রকাশ করা– এমন সত্য, যা সমাজের মানুষের কল্যাণের স্বার্থে জানা ও জানানো জরুরি। একজন সাংবাদিককে বিচিত্র পরিস্থিতি ও সত্যের মুখোমুখি হতে হয়। প্রতিটি নতুন পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন দাবি নিয়ে আসে। সাংবাদিককে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এসব কিছুর মধ্যে মানুষের কল্যাণ ও জনস্বার্থের সুরক্ষা সাংবাদিকতার মূল বিবেচ্য বিষয়। সাংবাদিকতা যেন কারো অযাচিত অমঙ্গল বা ক্ষতির কারণ না হয়, সে দিকটিও নিশ্চিত করা আবশ্যক।

সংবাদকর্মী তার পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কী করবেন এবং কী করবেন না, তা সুনির্ধারিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি লিখিত নীতিমালা সাংবাদিকদের পথ দেখাতে পারে। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের করণীয় ও অকরণীয় বিষয়গুলো সুনির্ধারিত হলে অযাচিত ক্ষতি এড়িয়ে খবর করা সহজতর হবে।

সত্য খোঁজা ও তা প্রকাশের প্রক্রিয়ায় সাংবাদিক প্রায়ই নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা উভয়সংকটে পড়েন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে নীতিমালা সাংবাদিককে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

সাংবাদিকের কাজ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে সত্য খোঁজা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা ও সুযোগ রক্ষা করা। নীতি-নৈতিকতার বিধিবিধান মেনে সাংবাদিকতার মাধ্যমে সাংবাদিক নিজেদের কাজের ওপর বাইরের হস্তক্ষেপ, সরকারি বা ক্ষমতার বিধিনিষেধ বা চাপ সামলাতে পারেন এবং নিজের কাজকে– নিজের বিবেকের তাগিদকে– নৈতিক সমর্থন জোগানোর যুক্তি পেতে পারেন। একজন সাংবাদিক নীতি-নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে তার সিদ্ধান্তের সঠিক ও ন্যায্য ভিত্তি পেতে পারেন।

সাংবাদিকের নৈতিকতার কেন্দ্রে আছে মানুষ এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ। সাংবাদিকের কাজ প্রতিনিয়ত মানুষের জীবনকে স্পর্শ করছে। তাই একজন সাংবাদিক মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। রোজকার কাজ এবং সার্বিকভাবে তার পেশাগত অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিও এখানেই। নীতি-নৈতিকতার অনুসরণ যেমন সাংবাদিকতার পেশাদারি প্রতিষ্ঠিত করে তেমনি মানুষের আস্থা ও সমর্থন মেলে, যা সংবাদশিল্পের অগ্রযাত্রার মূল অনুপ্রেরণা।

নীতিমালায় শিশু প্রসঙ্গ

শিশুকাল হচ্ছে জীবনের গড়ে ওঠার বয়স, শেখার বয়স। নিজের জীবনকে নির্ভাবনায় উপভোগ করা ও নতুন নতুন আগ্রহ-কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে বিচিত্র জগৎকে চেনা-বোঝা আস্বাদ করার বয়স। অন্যদিকে, ব্যক্তি হিসেবে শিশু পূর্ণ মর্যাদা দাবি করে। পরিবারে ও সমাজে তার অংশগ্রহণ, স্বার্থ ও অধিকার অগ্রাধিকার বিবেচ্য।

শিশু নিজের স্বার্থ নিজে দেখতে পারে না। নিজের কল্যাণের জন্য সে অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে। শিশু শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই দুর্বল ও স্পর্শকাতর। তাই তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার

আশঙ্কা বেশি। নির্যাতন, শোষণ বা ক্ষতিকর প্রভাবের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার থাকে না। সুতরাং শিশুর কথা আলাদা করে ভাবা দরকার, শিশুর জন্য বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। তার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পুরো সুযোগ প্রয়োজন হয়। এটা শিশুর বিশেষ অধিকার। তার এ বিকাশ অল্পতেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে।

সাংবাদিকতার সাধারণ নীতিমালা শিশুর ক্ষেত্রে আরো সংবেদনশীলভাবে বিবেচ্য হয়। শিশুর জন্য নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে বাড়তি সতর্কতা, মাত্রা ও করণীয় যুক্ত হয়। শিশুদের নিয়ে এবং শিশুদের জন্য সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই প্রতিটি সংবাদমাধ্যমে শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা থাকা আবশ্যক। এটি সংবাদমাধ্যমের সার্বিক নীতিমালার অংশ হিসেবে থাকতে পারে, আবার শিশুবিষয়ক আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

শিশুর জন্য সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা

আমাদের গণমাধ্যমে, বিশেষ করে সংবাদপত্রে, শিশুদের নিয়ে রিপোর্টের সংখ্যা বেড়েছে। শিশুরা যেমন অপরাধের শিকার হচ্ছে বা অপরাধের সাক্ষী/ফলভোগী হচ্ছে তেমনি শিশুরাও অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছে বা দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে শিশু পাঠকের সংখ্যাও বাড়ছে।

সংবাদপত্রে শিশুর সংশ্লিষ্টতার তিনটি মাত্রা :

১. পাঠক হিসেবে

২. খবরের ঘটনায় শিশু যুক্ত থাকলে

৩. শিশুর জানা এবং মতপ্রকাশের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত তিনটি বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। তাই নিচে এ বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১. শিশুরা নিয়মিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের সংস্পর্শে আসে। তারা পত্রিকা পড়ে, ছবি দেখে। সংবাদ যেহেতু সচরাচর বড় পাঠকদের মাথায় রেখে তৈরি করা হয়, সেখানে এমন অনেক কিছু থাকতে পারে, যা শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। জীবনের উন্মেষপর্বে অনেক কিছুই শিশুর মনে চট করে গভীর ছাপ ফেলতে পারে।

'সংবাদটি বড়দের জন্য; সুতরাং এখানে শিশুকে বিবেচনায় রাখার দরকার নেই' ধারণাটি ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে শিশুও সংবাদটির পাঠক হবে। শিশুর বৃদ্ধি-বিকাশের গুরুতর ক্ষতি না করার কথা সব সময় মনে রাখা জরুরি। এই নাজুক অবস্থানের পাশাপাশি আছে শিশুর প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জানার অধিকার। সংবাদের যেকোনো অংশই শিশুর নজরে পড়তে পারে। সুতরাং দুই দিকে ভারসাম্য করে খবর জানানোর কাজটি করতে হবে।

২. শিশু যখন নিজে ঘটনায় জড়িত থাকে বা ঘটনার সঙ্গে শিশুকে সংশ্লিষ্ট করার প্রয়োজন হয়, তখন সাংবাদিক কীভাবে তাকে এবং তার স্বার্থ দেখেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়। সেটার ওপরে ওই শিশুর কল্যাণ-অকল্যাণ সরাসরি নির্ভর করে। আবার, শিশুকে যেভাবে তুলে ধরা হয় তা সার্বিকভাবে শিশু সম্পর্কে সংবাদের প্রাপ্তবয়স্ক গ্রাহকদের– শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রক বড়দের– দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। একই রকম গুরুত্বপূর্ণ

হচ্ছে শিশুর জন্য জরুরি বিষয়গুলো যথাযথভাবে সমাজের নজরে আনার প্রশ্ন। সংবাদমাধ্যম কীভাবে এ বিষয়গুলো তুলে ধরছে অথবা উপেক্ষা করছে, তার প্রভাব গভীর হয়।

৩. ব্যক্তি হিসেবে শিশুর কথা বলার বা মত দেয়ার অধিকার আছে। তার জন্য জরুরি বিষয়ের খবরে তাকে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া চাই। সাংবাদিক অনেক সময় শিশুর বক্তব্য-মতামত খুঁজতে ভুলে যান। শিশুকে সংবাদে উপস্থিত করতে গেলে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন তো অবশ্যই, কিন্তু পাশাপাশি তার মতপ্রকাশের অধিকার সমুন্নত রাখার উপায় ভাবা নৈতিকতারই দাবি।

শিশু ও সাংবাদিকতার সম্পর্কের এই তিনটি মাত্রাতেই বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আরো নীতি-নৈতিকতা মেনে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুর নাজুক অবস্থান বিবেচনায় রাখা এবং একই সঙ্গে তাকে পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা– আপাত-বিপরীতমুখী এই চাহিদা মেটানোর জন্য আপনার কাজে বাড়তি চেষ্টা ও যত্ন দরকার।

শিশু কে?

শিশুর জন্য সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এই প্রশ্ন আবশ্যিকভাবে সামনে আসে– 'শিশু কে?'

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) অনুযায়ী ১৮ বছরের কমবয়সি সকলেই শিশু।

বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১-এ ১৮ বছরের কমবয়সি সব ব্যক্তিকে শিশু বলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কমবয়সি শিশুদের কিশোর-কিশোরী বলা হয়েছে।

শিশু আইন, ২০১৩ শিশুবিষয়ে দেশের প্রধান আইন। এই আইনে বলা হয়েছে, 'বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।'

বাংলাদেশে সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ (মেজোরিটি অ্যাক্ট)-এ ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি নাবালক হিসেবে গণ্য হবে।

তবে বাংলাদেশের আরো কিছু আইনে শিশুর ভিন্ন ভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারিত আছে।

নারী এবং শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) অনুসারে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর পর্যন্ত ব্যক্তি শিশু বলে বিবেচিত হবে।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এ বলা হয়েছে, নয় বছরের কমবয়সি শিশুর ওপর কোনো অপরাধের দায়িত্ব বর্তাবে না। নয় থেকে ১২ বছর বয়স অব্দি এ দায় আরোপ করা যাবে বিচারকের বিবেচনার শর্ত সাপেক্ষে। বয়স ১২ হয়ে গেলে কারো ওপর এ দায়িত্ব নিঃশর্তভাবে আরোপ করা যাবে। তবে অনূর্ধ্ব-১৬ বছর বয়সির বিচার হবে শিশু আইনের বিধানগুলো অনুযায়ী।

শ্রম আইন, ২০০৬-এ ১৪ বছরের কমবয়সিদের 'শিশু' বলছে। আবার, ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া অব্দি ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে 'কিশোর' হিসেবে।

এ ছাড়া বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ এবং অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০-এ প্রাপ্তবয়স্কতার জন্য ভিন্ন বয়স নির্ধারণ করা আছে।

সাংবাদিকের বিবেচনায় শিশু

শিশু কে বা কোন বয়সিরা শিশু বলে গণ্য– হবে এ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশসহ বাংলাদেশের বেশ কিছু আইনে শিশুর বিভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারিত আছে। তবে বাংলাদেশে সর্বশেষ প্রণীত শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বছর পর্যন্ত সকল ব্যক্তিকে সাংবাদিকরা শিশু হিসেবে গণ্য করবে।

শিশুর জন্য সাংবাদিকতার নীতিমালার মৌলিক দিকগুলো

মূলনীতি : শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ দেখা; ক্ষতি থেকে সুরক্ষা। শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা ও যত্ন রাখতে হবে। দুটি মূল কথা :

- যেসব ঘটনা, প্রবণতা বা বিষয়ে শিশুরা জড়িত আছে সেগুলো এবং তাদের কল্যাণের জন্য জরুরি বিষয়গুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা– শিশুর তথ্য পাওয়া এবং মতপ্রকাশের অধিকারসহ তার সব অধিকার ও অধিকারবঞ্চনার বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে।
- প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে শিশুদের কোনো অনিষ্ট না করা– শিশু ও তার ভালো থাকাকে গুরুতর ঝুঁকিতে ফেলার মতো কোনোকিছু যেন আপনার পরিবেশিত কোনো খবরে না থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। সংবাদের ঘটনায় শিশু জড়িত থাকলে তার কোনো ক্ষতি করা যাবে না। শিশুর কল্যাণ সবার আগে।

শিশুর প্রেক্ষাপটে সাংবদিকতার সাধারণ নৈতিক বিবেচনাগুলোর কিছু কিছু বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

১) সংবাদে শিশুকে উপেক্ষা না করা

শিশুর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য সংবাদে তাকে উপেক্ষা করা যাবে না, সংবাদে তার ন্যায্য হিস্যা বা ভাগ নিশ্চিত করতে হবে। সংবাদে শিশুকে উপেক্ষা না করার কয়েকটি মাত্রা রয়েছে। সবগুলোই আপনার বিশেষ মনোযোগ দাবি করবে।

- শিশুর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, শিশুর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি সর্বোত্তম কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে যথাযথভাবে পর্যাপ্ত রিপোর্ট করতে হবে, শিশুর বাস্তবতা তুলে ধরায় কোনো ঘাটতি যেন না থাকে, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার মতামত-বক্তব্য যেন উপেক্ষিত না হয়। শিশুর জন্য শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরতেও মনোযোগী হতে হবে।
- শিশুর বাস্তবতা জানা-বোঝা-শেখার যে বিশেষ চাহিদা, সেটা পূরণ করতে হবে। একই সঙ্গে, সাধারণ খবরের বেলায়ও শিশুর কল্যাণ এবং তার যেন কোনো ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে;
- শিশুদের নানা অংশ এবং তাদের বিচিত্র প্রয়োজন ও আগ্রহের যথাযোগ্য প্রতিফলনে ন্যায্য মনোযোগ দিতে হবে। শিশুদের নিয়ে খবর করায় কোনো বৈষম্য, অসতর্ক ঘাটতি বা

অবহেলা না ঘটাতে সজাগ থাকতে হবে। নাজুক অবস্থান ও বঞ্চনার শিকার গোষ্ঠীগুলোর প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে।

- সংবাদকর্মী শিশু অধিকারসংশ্লিষ্ট বিষয় ও পরিস্থিতির নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত নজরদারি করবেন। শিশুর অধিকার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় সহায়ক হওয়া সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব। সাংবাদিক শিশুর অধিকার বঞ্চনা বা লঙ্ঘনের দায় কার এবং সে ব্যাপারে সরকার বা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা চিহ্নিত করবেন এবং শিশুর প্রয়োজন ও অধিকার-সংক্রান্ত বিষয় সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের নজরে আনতে সচেষ্ট হবেন।
- শিশুর প্রতি অপরাধ ও অনায্যতা তুলে ধরতে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে।
- শিশুকে নিয়ে, শিশু-বিষয়ক এবং শিশুর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, এমন ধরনের সংবাদ প্রচারে শিশুর সুরক্ষার বিষটি অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখতে হবে।
- শিশুর নিরাপত্তা ও মর্যাদার ব্যাপারে বিশেষ যত্নশীল হতে হবে;
- শিশুর কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করা যাবে না। শিশুর বক্তব্য ও মতামত সংবাদে তুলে ধরতে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। যেসব ঘটনা বা বিষয়ে শিশু বা তার স্বার্থ সরাসরি জড়িত আছে, সেগুলোর প্রতিবেদনে অবশ্যই শিশুদের বক্তব্য ও মতামত গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে হবে। শুধু বড়দের কথা দিয়ে রিপোর্ট করা যাবে না।
    - ➢ যেকোনো বিষয়ের খবর প্রকাশে শিশুর ওপর এর কোনো প্রভাব পড়তে পারে কি না বা শিশুর মতামতের কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না, তা ভেবে দেখতে হবে এবং সে অনুযায়ী শিশুদের বক্তব্য ও মতামত নিতে হবে; বক্তার বয়স ও যুক্তি-বুদ্ধির পরিণতি অনুপাতে গুরুত্ব দিয়ে তা তুলে ধরতে হবে।
    - ➢ শিশুর বক্তব্য ও মতামত নেয়ার প্রশ্নে বক্তা বাছাইয়ে কোনো বৈষম্য করা যাবে না।
    - ➢ শিশুর কোন অর্জন ও কৃতিত্ব প্রত্রিকায় তুলে ধরতে হবে যা ঐ শিশু বা অন্য শিশুদের ভাল কাজে উৎসাহিত করবে।

২) শিশুর ক্ষতি না করা

শিশুকে কেন্দ্র করে বা স্পর্শ করে যেসব সংবাদ, সেগুলোয় শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিছু বিষয় নিশ্চিত করতে হবে এবং কিছু কাজ করা যাবে না। শিশুসংক্রান্ত সব খবরে পেশাদারি তথা নীতি-নৈতিকতার মৌলিক বিবেচনাগুলো বিশেষভাবে জরুরি হয়ে আসে। পাশাপাশি অন্যান্য সংবাদে শিশুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার মতো কিছু যেন না থাকে তাও নিশ্চিত করতে হবে। খবরের সাধারণ অংশেও শিশু পাঠক– বিষয়টি সর্ববিবেচনায় রাখতে হবে।

- সংবাদ এমন হতে হবে, যা থেকে শিশু যেন পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জানতে বুঝতে পারে।
- শিশু পাঠকের কথা মাথায় রেখে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার সঠিক ও সংবেদনশীল হতে হবে।
- বিবরণ এবং ছবিতে কুরুচি, অশালীনতা, বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা, রগরগে চটক বা নগ্ন সহিংসতার প্রকাশ করা যাবে না।

- শিশু গ্রাহকের কথা মাথায় রেখে হত্যার দৃশ্য, নিষ্ঠুরতা, মৃতদেহের ছবি, শারীরিক আঘাতের বীভৎস ছবি বা এসবের বিশদ বর্ণনা দেয়া যাবে না। এগুলো শিশুর মনে ভয়-ভীতিসহ স্থায়ী ক্ষতিকর ছাপ ফেলতে পারে।
- শারীরিক আঘাত, ক্ষত, অঙ্গহানি, বিকৃতি এসবের বীভৎস রক্তারক্তি ছবি বা নিষ্ঠুরতার বিশদ বর্ণনা শিশুকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারে; তার নিরাপত্তাবোধের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। তাই এগুলো প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সহিংসতার মাত্রাতিরিক্ত বিবরণ যেমন শিশুকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারে, তেমনি এর প্রতি শিশুর অসুস্থ আগ্রহ তৈরি করতে পারে– তাকে নিষ্ঠুর বা সহিংস আচরণে প্ররোচিত করতে পারে। আবার, সহিংসতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে এ সম্পর্কে শিশুর বোধ ভোঁতা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও আছে। শিশুদের কথা বিবেচনা করে এ ধরনের সংবাদ প্রচারে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে
- বিবরণ ও ছবিতে ভয়াবহতা ও নৃশংসতা প্রকাশ করা যাবে না, যা শিশুর মনে ভয়ভীতি সৃষ্টিসহ ক্ষতিকর ছাপ ফেলতে পারে।
- যৌন উত্তেজক বিবরণ বা ছবি শিশুকে অকালে যৌনচর্চার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে এর একটি কুফল হতে পারে, শিশু-কিশোরদের যৌন অপরাধপ্রবণতা। এমন বিবরণ বা ছবি প্রদর্শন করা যাবে না, যা শিশুর মনে যৌন বিষয়ে ক্ষতিকর ছাপ ফেলতে পারে।
- অপরাধ, সমাজবিরোধী কাজ ও ক্ষতিকর আচরণের প্রক্রিয়া, আত্মহত্যার পদ্ধতির বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা যাবে না।

• অপরাধ ও সমাজবিরোধী আচরণ এবং আত্মহত্যা

এসবের খবর যখন করবেন, সব সময় শিশুর কথা মাথায় রাখবেন। এর প্রভাব শিশুর ওপর প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক হতে পারে।

- ✓ **চাঞ্চল্যকর, রোমহর্ষক :** অপরাধ ও সমাজবিরোধী কীর্তি বিশাল করে দেখালে শিশু এর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।
- ✓ **প্রক্রিয়া-পদ্ধতি :** এমন কাজের প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিশদ বিবরণ, যেমন কোনো মাদক কীভাবে ব্যবহার করতে হয় বা কোথায় পাওয়া যায়, শিশুকে কাজটি শেখাতে পারে।
- ✓ **আত্মহত্যায় প্ররোচনা :** আত্মহত্যা বা আত্মনিগ্রহের অন্য কোনো পদ্ধতির বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও একই কথা। বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন– কোনো শিশু/কিশোরবয়স্ক কেউ যখন আত্মহত্যা করে এবং সেটার কারণ যখন থাকে যৌন হয়রানি বা উত্ত্যক্তকরণ। খবরটা পড়ে একই অবস্থার অন্য কারো যেন মনে না হয় যে, এটাই সমাধান অথবা এভাবে সহানুভূতি/মনোযোগ পাওয়া যেতে পারে।
- ✓ **এমন বাক্য লিখবেন না :** 'আত্মহত্যার পথ বেছে নিল', 'দিশেহারা/অনন্যোপায় হয়ে সে প্রাণ দিল'

- বিবরণ বা ছবিতে কোনো মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের প্রতি অযাচিত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা যাবে না। শিশুকে সমাজের অন্যায্য বা বৈষম্যমূলক আচরণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে হবে।
- শিশুবিষয়ক নয়, এমন খবরে শিশুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব যাতে না ফেলতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুকেন্দ্রিক খবরে করণীয় ও অকরণীয়

শিশু যখন খবরের বিষয় হয়ে আসে বা খবরের ঘটনায় শিশু জড়িত থাকে, তখন খবর তৈরিতে সাংবাদিককে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। শিশুকে কোনো ক্ষতি, ঝুঁকি বা কলঙ্ক থেকে সুরক্ষা দেয়ার বিবেচনায় নানা মাত্রা আছে। বাংলাদেশের আইনেও কিছু ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমে শিশুর সুরক্ষার জন্য বিধিবিধান আছে।

শিশুর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা

- শিশুর ব্যক্তিগত নিভৃতি ও গোপনীয়তা (Privacy) সংরক্ষণে বাড়তি মনোযোগী হতে হবে। কেবল পিতামাতা বা অভিভাবকের খ্যাতি, দুর্নাম বা অবস্থানের কারণে কোনো শিশুর ব্যক্তিগত জীবনের বিশদ তথ্য প্রতিবেদনে টেনে আনা যাবে না।
- যেকোনো পরিস্থিতিতে শিশুর নাজুক অবস্থানের বিভিন্ন দিকগুলো ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। শিশুর শারীরিক বা মানসিক সব রকম ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে। খবর করার তাগিদের চেয়ে জড়িত শিশুটির কোনো বিপদ বা নিরাপত্তা হানির আশঙ্কাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।
- কোনো শিশু যেন বৈষম্যের শিকার না হয় বা অযাচিতভাবে আহত বোধ না করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- সাধারণভাবে, রিপোর্টে শিশুকে শনাক্ত করার সিদ্ধান্ত খুব ভাবনাচিন্তা করে নিতে হবে। ইতিবাচক পরিস্থিতিতে বা কোনো ঝুঁকির প্রশ্ন না থাকলে সম্মতি সাপেক্ষে শিশুকে শনাক্ত করা যেতে পারে। তবে সামান্যতম ঝুঁকির প্রশ্ন থাকলে শিশুকে শনাক্ত করা যায়, এমন তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা যাবে না।
    - স্পর্শকাতর বিষয়ে এবং যখনই দ্বিধা হবে শিশুর নাম পালটে দিতে হবে; ছবি ছাপালে চেহারা ঝাপসা করে দিতে হবে। তাকে শনাক্ত করার মতো যাবতীয় তথ্য যেমন, ঠিকানা এমনকি গ্রামের নাম, বাবা-মার নাম, নিকটাত্মীয় কারো পরিচয় ও নাম, স্কুলের নাম প্রভৃতি প্রতিবেদন থেকে বাদ দিতে হবে। টুকরো টুকরো তথ্য জুড়ে যেন পরিচয় বেরিয়ে না পড়ে, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।
    - নির্যাতনের শিকার কোনো শিশুর পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে। পরিচয় প্রকাশ তাকে অধিকতর নির্যাতনের ঝুঁকিতে ফেলবে কি না, অথবা তার নিরাপত্তার হানি ঘটাবে কি না, তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।
    - যৌন নির্যাতন বা যৌন শোষণের শিকার শিশুকে শনাক্ত করা যাবে না। যৌন নির্যাতনের কোনো সাক্ষী শিশু হলে তার পরিচিতিও গোপন রাখতে হবে।

- ➢ অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের শনাক্ত করা যায়, এমন তথ্য প্রতিবেদনে যুক্ত করা যাবে না।
- ➢ কোনো শিশুর বাবা-মা কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে শিশুকে রিপোর্টে টেনে আনা যাবে না, বা তাকে কোনোভাবে শনাক্ত করা যাবে না।

সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ব

সংবাদের ঘটনায় যুক্ত মানুষদের প্রতি সংবেদনশীলতা, সমমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতার দাবি বহু গুণ বেড়ে যায়, যদি তারা শিশু হয়। শিশুদের নিয়ে সংবাদ করার সময় নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে :

- কোনোভাবেই শিশুর অস্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করা যাবে না। শোক-বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে যেন, শিশুর মানসিক উদ্বেগ, পীড়া বা দুর্ভোগ না বাড়ে।
- রিপোর্টে শিশুকে উপস্থাপনের যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে শিশুর সঙ্গে কথা বলে এবং তার পরিস্থিতির প্রতি বিশেষভাবে সমমর্মী হয়ে সহানুভূতি রেখে।
- জড়িত শিশুটির ওপর রিপোর্টের সম্ভাব্য বিরূপ/অস্বাচ্ছন্দ্যকর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল ভেবে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সাংবাদিকের সত্য বলার দায়িত্বকে শিশুর প্রতি দায়িত্বের সঙ্গে ভারসাম্য করতে হবে।
- রিপোর্ট প্রকাশের পর শিশুটির খোঁজ নিতে হবে এবং রিপোর্টের বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানতে হবে। কোনো কিছু তার খারাপ লাগলে ক্ষমা চাইতে এবং সমর্থন-সহযোগিতা জোগাতে হবে, প্রয়োজনে প্রতিবিধানের চেষ্টা করতে হবে।
- কখনো তৃতীয় কোনো পক্ষকে কোনো শিশু সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য দেয়ার প্রশ্ন এলে শিশুর পক্ষকে জানিয়ে তাদের সম্মতি নিতে হবে।

শিশুর সাক্ষাৎকার নেয়া

রিপোর্টে শিশুর বক্তব্য, তার পর্যবেক্ষণ-অনুভূতি বা চিন্তাভাবনা-মতামত, তুলে ধরা দরকার। কিন্তু কোনো শিশুর সঙ্গে কথা বলতে বিশেষ যত্ন, সতর্কতা ও কিছু নীতি মান্য করা জরুরি হবে। দক্ষতা যেমন দরকার তেমনি চাই সুবিবেচনা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

- শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে শিশুর সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খবরের স্বার্থের চেয়ে শিশুর স্বার্থকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে হবে। স্পর্শকাতর বিষয়ে সব সময় তথ্য জানার বিকল্প সুযোগ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে।
- শিশুর সঙ্গে কথা বলা বা তার ছবি তোলার প্রক্রিয়াটি যেন শিশুর জন্য ক্ষতিকর না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

- **সজ্ঞান সম্মতি**

শিশু এবং/অথবা তার অভিভাবক বা অভিভাবক-স্থানীয় কারো সজ্ঞান সম্মতি নিতে হবে।

> শিশুর সঙ্গে কথা বলা ও তার ছবি তোলার আগে তার এবং/অথবা তার অভিভাবক বা অভিভাবক-স্থানীয় কারো সজ্ঞান সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে। শিশুর বয়স যত কম, তার অবস্থান যত নাজুক বা ঘটনা যত স্পর্শকাতর, তার অভিভাবক বা অভিভাবক-স্থানীয় কারো অনুমতি তত বেশি জরুরি হবে। প্রয়োজনে লিখিত সম্মতি নিতে হবে।

> সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে সোজাসুজি নিজের পরিচয় দিয়ে উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে খুলে বলতে হবে, যেন তারা রিপোর্টের ধরন এবং এর সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল বুঝতে পারে। এটা নিশ্চিত করতে হবে।

> শিশু এবং/অথবা তার অভিভাবক বা অভিভাবক-স্থানীয় কারো সজ্ঞান সম্মতি পাওয়ার পরও যদি ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়, তাহলে সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

> কেউ কথা বলতে আপত্তি জানালে সেটা মেনে নিন। কখনো অভিভাবক সম্মতি দিলেও শিশু যদি আপত্তি করে, তাহলে সাক্ষাৎকার গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন ।

> শিশুকে কথা বলতে কোনো চাপ, ভয়ভীতি বা প্রলোভন দেখানো যাবে না।

> শিশু বা তার অভিভাবককে তথ্য প্রদান বা সম্মতি আদায়ের বিনিময়ে টাকা বা সে রকম কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়া যাবে না। তবে শিশুটি যদি শ্রমজীবী হয়, তার সময়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অথবা কোনো বিশেষ দুর্যোগ-দুর্বিপাক পরিস্থিতিতে বা কোনো সহায়সম্বলহীন শিশুর কল্যাণের জন্য সংগত পরিমাণ টাকা দেয়া যেতে পারে।

- **তথ্য চাইতে সতর্কতা**

শিশুর কাছ থেকে তার নিজের বা অন্য কোনো শিশুর মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গে জড়িত কোনো তথ্য নিতে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

> শিশুর বয়স ১৮ বছরের কম হলে দায়িত্বশীল বড় কারো সম্মতি ছাড়া এমন তথ্য গ্রহণ করবেন না।

> শিশুর এক্তিয়ার বা আয়ত্তের বাইরে কোনো বিষয়ে তার কাছ থেকে তথ্য বা মতামত চাইবেন না।

- **সাক্ষাৎকার নেয়া**

সাক্ষাৎকারের সময় শিশুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। ব্যক্তি হিসেবে তাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

> সৌজন্যের সঙ্গে তার পুরো নাম জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগছে জানতে চেয়ে আলাপ শুরু করতে হবে। তাকে ব্যক্তির মর্যাদা দিতে হবে। সংবেদনশীল হয়ে মমতার সঙ্গে প্রশ্ন করতে হবে।

> কোনোভাবেই শিশুকে বিপর্যস্ত বা ব্যতিব্যস্ত করা যাবে না। তাকে পুরো কথা বলতে সময় দিতে হবে, ধৈর্য ধরে তার বক্তব্য শুনতে হবে।

> কথা বলার সময় সতর্ক থাকতে হবে, যেন শিশু আপনার আচরণে বা হাবভাবে ভয় না পায় বা দমিত বোধ না করে। শিশুর স্পর্শকাতর মানসিকতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

- তার কথার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানো যাবে না। তাকে বিচার বা মূল্যায়ন করার মনোভাব রাখা যাবে না।
- তবে শিশুটি যদি কোনো ক্ষতিকর কাজে যুক্ত হয়ে থাকে, সে কাজের গুরুত্বকে কোনোভাবে ছোট করে উপস্থাপন করা যাবে না।
- শিশুকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে অতি সাবধানি হয়ে পিঠ চাপড়ানো বা অনুকম্পার মনোভাব দেখানো যাবে না।

- শিশুর নিভৃতি বা কিছু গোপন করার ইচ্ছাকে সম্মান দেখাতে হবে।
- সাক্ষাৎকারের সময় শিশুকে এমন কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া যাবে না, যা রাখা সম্ভব নয়। অবাস্তব আশা বা প্রত্যাশা তৈরি করা যাবে না।
- শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় একসঙ্গে অনেক সাংবাদিক মিলে শিশুকে ছেঁকে ধরা যাবে না। এ ক্ষেত্রে তথ্য ভাগাভাগি করে নেয়া যেতে পারে।
- স্পর্শকাতর বিষয়ে শিশুর উদ্বেগ, শোক, বিপর্যয় বা কষ্ট না বাড়াতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শোকগ্রস্ত বা বিপর্যস্ত, নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার শিশু তথা ভিকটিম এবং আইনপরিপন্থি কাজে অভিযুক্ত বা জড়িত শিশুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ভালোভাবে ভেবেচিন্তে প্রস্তুতি নিয়ে এগোনো দরকার। এ অবস্থায় কথা বলার সময় শিশুটির পরিচিত ও আস্থাভাজন বড় কাউকে সঙ্গে রাখা ভালো হতে পারে। তেমন বুঝলে নাজুক অবস্থায় শিশুর সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- শিশুর দেয়া তথ্য ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে।
- স্কুলে কোনো শিশুর সঙ্গে কথা বলতে হলে অবশ্যই প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিতে হবে। এ ছাড়া, ক্লাসের সময়ের বাইরে কথা বলতে হবে।
- টেলিফোনে বা ইমেইলে কোনো শিশুর সাক্ষাৎকার না নিয়ে সামনাসামনি কথা বলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। অনন্যোপায় হলে এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণে সবিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।
- পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হলে শিশু যেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করুন। স্পর্শকাতর বা ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে শিশুর খোঁজ নিতে হবে, যোগাযোগ রাখতে হবে।
- অপরাধ-নির্যাতনের ক্ষেত্রে শিশু ভিকটিম, অভিযুক্ত বা সাক্ষীদের সাক্ষাৎকার নেয়ায় আইনগত বা আদালতের বাধা আছে কি না, তা ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

সুরক্ষা ও অধিকারে ভারসাম্য

- শিশুকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচাতে গিয়ে অথবা শিশুকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যেন তার তথ্য পাওয়া ও মতপ্রকাশের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। অতি সাবধানি সেলফ-সেন্সরশিপ না করতে সজাগ থাকত হবে।

শিশুর চরিত্র চিত্রণ, শিশুকে উপস্থাপন (পোরট্রেয়াল)

সংবাদে শিশুকে কী চোখে দেখা হয়, তাকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয় বা তার চরিত্র কীভাবে রূপায়িত হয়, সেটা নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রে শিশুকে যেভাবে দেখানো হয় তা শিশু ও শৈশব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এটা শিশুদের প্রতি বড়দের আচরণের ওপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সংবাদমাধ্যমে শিশুর রূপায়ণ অল্পবয়সিদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত (রোলমডেল) গড়ে তোলে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তি হিসেবে প্রতিটি শিশুই সম্মান ও মর্যাদার দাবিদার। সুতরাং সংবাদপত্রে শিশুকে উপস্থাপন করতে নিচের নীতিগুলো মেনে চলতে হবে :

- শিশুকে নিয়ে খবর করার সময় তার মর্যাদা ও আত্মসম্মানের প্রতি মনোযোগী থাকতে হবে। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিশুর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা, করুণা/অনুকম্পা বা পিঠ চাপড়ানো ভাবের প্রকাশ করা যাবে না।
- শিশুকে ছাঁচে-ঢালা (স্টিরিওটাইপড) উপস্থাপন করবেন না। যেমন– শিশু-কিশোরদের ভুক্তভোগী (ভিকটিম), অসহায়, অঘটনঘটনপটিয়সী বা উচ্ছৃঙ্খল, 'দুধভাত' হিসেবে তুলে ধরা এবং শিশু সম্পর্কে 'অসহায়', 'কোমলমতি', 'হতদরিদ্র', 'নিস্পাপ', 'পাষণ্ড', 'টোকাই', 'শারীরিক বিকৃত শিশু' (প্রতিবন্ধী বোঝাতে), ষোড়শী (যৌন নির্যাতন/নিপীড়নের রিপোর্টে) এসব শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।
- ঘটনার বিবরণে যেন জড়িত শিশু-কিশোরের গায়ে এমন বিশেষ কোনো ছাপ্পা এঁকে দেয়া না হয় বা কোনো ছাঁচে ঢালা ধারণা প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ও চটকদার শব্দ এবং নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা রিপোর্টে যৌন আবেদন সৃষ্টি করে। এভাবে শিশুকে যৌনবস্তু হিসেবে দেখানো হয়ে যেতে পারে। এমন শব্দের ব্যবহার এবং সেগুলো নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা এড়িয়ে চলতে হবে।
- শিশুকে উপস্থাপনের সময় যেকোনো সাধারণীকরণ (জেনারালাইজেশন) এড়িয়ে চলতে হবে এবং ঘটনা বা প্রসঙ্গ ধরে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও বিবরণ দিতে হবে।
- কোনো শিশুর উপস্থাপনে যেন জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ইত্যাদি কোনো মাপকাঠিতেই বৈষম্য প্রকাশ না পায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিবেদনের বিষয়ের জন্য একান্ত প্রাসঙ্গিক না হলে এমন কোনো পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাবে না।
- আত্মহত্যা বা নিজের ক্ষতি নিজে করার খবরে সতর্ক থাকতে হবে, যেন অন্য কোন শিশুর মনে না হয় যে এ কাজটি করা যায়।

দুর্বল অবস্থানের শিশু

উপস্থাপন বা প্রতিফলনের ঝুঁকি, সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ব, পরিচয়ের গোপনীয়তাসহ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সাক্ষাৎকারে সতর্কতার মাত্রা– সবই বিশেষ বেড়ে যায় শিশুর পরিস্থিতি বা অবস্থান বিশেষভাবে দুর্বল হলে। একই সঙ্গে, সংবাদে এদের উপেক্ষা না করা এবং ঘটনাগুলো যথাযথভাবে রিপোর্ট করার দাবিও বড় হয়ে আসে। এমন ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের নিচের নীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে :

যৌন নিপীড়নের শিকার শিশু

রিপোর্ট করতে গিয়ে শিশুটির ক্ষতি করার অনেকগুলো ঝুঁকি থাকে। এরা বিশেষ সমমর্মিতা ও বিবেচনা দাবি করে। এমন শিশুর তাৎক্ষণিক মানসিক বিপর্যস্ততার সঙ্গে যুক্ত হয় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও সামাজিক কলঙ্কের মাত্রা। সামাজিক নিরাপত্তার ঝুঁকিও থাকে।

- যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুদের সম্পর্কে রিপোর্ট করতে ক্ষতিগ্রস্ত/আক্রান্ত শিশুর পরিচয় গোপন রাখতে হবে। তার নাম, ঠিকানা প্রকাশ না করা। অর্থাৎ– প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার পরিচয় জানা যায় বা কোনোভাবে শনাক্ত করা যায়, এমন কিছুই রিপোর্টে উল্লেখ করা যাবে না।
- ঘটনার বিস্তারিত গ্রাফিক বর্ণনা করা যাবে না। অপরাধের বর্ণনা যেন যৌন সুড়সুড়িতে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- আইনগত প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখতে হবে।
- ভয়ভীতি দেখানো, মামলা না করতে চাপ দেয়া, ধর্ষণের দৃশ্য ভিডিও করে বাজারে ছাড়াসহ কোনো মানসিক নির্যাতন হচ্ছে কি না, সে খোঁজ করতে হবে।
- সামাজিক বিচার-সালিশ বা ফতোয়ার মাধ্যমে শিশুটির অধিকতর হেনস্তা হচ্ছে কি না বা দায়ী ব্যক্তিকে আইনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হচ্ছে কি না, সেটার নজরদারি করতে হবে।
- পরিবারে ঘনিষ্ঠজনের হাতে শিশুর যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক ও সামাজিক আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। সুতরাং এ বিষয়ে খবর করতে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। নির্যাতনকারীর নাম-পরিচয় এবং তার সঙ্গে শিশুটির সম্পর্ক রিপোর্টে উহ্য রাখতে হবে। শিশুর পরিচিতি প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে বুঝলে, এটা যে ঘনিষ্ঠজনের দ্বারা যৌন নির্যাতন (ইনসেস্ট), সে তথ্যটি ও বাদ দিতে হতে পারে।
- ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত আত্মহত্যা ও খুন ইত্যাদি অপরাধের দায়ে যদি কোনো শিশু (১৮ বছর বা তার নিচে যাদের বয়স) অভিযুক্ত হয়, তাহলে তার নাম, ঠিকানা ও বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।

আইনপরিপন্থি কাজে জড়িত শিশু

এদের সম্পর্কে খবর করতে বিশেষ সতর্কতা ও যত্ন দরকার। এরাও মমতা বা বিবেচনা দাবি করে। এদের সম্পর্কে খবর করার সময় শিশু আইন, ২০১৩-এর মূল সুর ও বিধিবিধান মনে রাখতে হবে।

- রিপোর্টে তাকে শনাক্ত করবেন না। এমন কোনো শিশুর মৃত্যুর পরও সে কলঙ্ক তার সঙ্গে জড়িত অন্য শিশু বা গোষ্ঠী ধরে শিশুদের সম্পর্কে অন্যায্য বিরূপ ধারণা জিইয়ে রাখতে পারে।
- আইনপরিপন্থি কাজে জড়িয়ে পড়া শিশু সম্পর্কে অনেক সময় নিজের দোষারোপের মনোভাব, শাস্তির পক্ষে জনমত বা বিশেষ পরিস্থিতি দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম ভারসাম্য করতে হবে।
- আইনপরিপন্থি কাজে জড়িয়ে পড়া শিশুকে 'অপরাধী'ও বলা যাবে না।

- এমন শিশুর বিচার এবং এর প্রতি পুলিশসহ কর্তৃপক্ষীয়দের আচরণ শিশু আইনের কল্যাণ ও সুরক্ষাসংক্রান্ত বিধিবিধান মেনে হচ্ছে কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- রিপোর্টে পরিবেশগত বা অন্য কারণগুলো তুলে ধরতে মনোযোগী হতে হবে; কারা শিশুটিকে এমন কাজে জড়িত করছে তা অনুন্ধান করতে হবে।
- তবে শিশুর সুরক্ষার বিবেচনায় তার কাজের গুরুত্বকে কমিয়ে দেখা যাবে না।
- ওপরে বর্ণিত দুটি পরিস্থিতির রিপোর্টেই সংবাদমাধ্যমে বিচার (মিডিয়া ট্রায়াল) না করে ফেলতে সতর্ক থাকতে হবে।

অন্যান্য দুর্বল অবস্থান

অন্যান্য দুর্বল অবস্থানের শিশুদের খবর করতেও সতর্কতা ও যত্ন প্রয়োজন।

- যেকোনো সংঘাত-সংঘর্ষ, যুদ্ধাবস্থা, জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বিরোধ-উত্তেজনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উদ্বাস্তু বা শরণার্থী পরিস্থিতিতে যে শিশুরা আছে তাদের সম্পর্কে খবর করার সময় তার সব রকম ঝুঁকির কথা মাথায় রাখতে হবে। ছবির বেলায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- যেকোনো নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার শিশু, পাচার ও বিক্রি হওয়া শিশু, অপহরণ হওয়া শিশু, পথশিশু, শিশুসৈন্য, শিশু যৌনকর্মী, যৌনকর্মীর শিশুসন্তান, এইচআইভি/এইড্‌স আক্রান্ত শিশু বা যাদের মা-বাবার এ সংক্রমণ আছে তারা, শারীরিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শিশু গৃহকর্মীসহ সব রকম ঝুঁকিপূর্ণ এবং শোষণমূলক শ্রমে নিয়োজিত শিশু, অতি-দরিদ্র ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানের শিশুরা একই রকম বিবেচনার দাবিদার।

আইনি প্রেক্ষাপট– আইন ও নীতিমালা

শিশু বা শিশুর স্বার্থ জড়িত আছে, এমন বিষয় প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিশুর সুরক্ষা বিশেষ করে অপরাধে ও অপরাধের শিকার জড়িত শিশুর সুরক্ষা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭৪ সালের শিশু আইন রহিত করে নতুন আইন 'শিশু আইন, ২০১৩' পাস করে।

শিশু আদালতের কাজের গোপনীয়তার সুরক্ষা এবং অপরাধে জড়িত শিশু ও বিচারসংশ্লিষ্ট অন্য শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণ, পরিচয় ও শনাক্তকরণ সুরক্ষার জন্য শিশু আইনে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে। আইনে বলা হয়েছে–

'শিশু-আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় জড়িত বা সাক্ষ্য প্রদানকারী কোন শিশুর ছবি বা এমন কোন বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটে প্রকাশ বা প্রচার করা যাইবে না যাহা সংশ্লিষ্ট শিশুকে শনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।'

শিশু আইন, ২০১৩, ধারা ২৮ (১)

'এই আইনের অধীন বিচারাধীন কোন মামলা বা বিচারকার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী এমন কোন প্রতিবেদন, ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না, যাহার দ্বারা শিশুটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়।'

শিশু আইন, ২০১৩, ধারা ৮১ (১)

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শিশুর প্রতি সহিংসতা, শিশু অপহরণ, পাচার, ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত মৃত্যু, যৌন নিপীড়ন ইত্যাদিকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে তার শাস্তির বিধান বিধৃত আছে। এই ধরনের অপরাধের শিকার শিশুর পরিচয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের ব্যাপারে এই আইনে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে :

'অপরাধের শিকার হয়েছেন এরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদপত্র বা অন্য কোন সংবাদমাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাবে যাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।'

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ধারা ১৪ (১)

সংবাদে ফায়দা ওঠানোর জন্য শিশুকে ব্যবহার না করা

খবরের কাটতির স্বার্থে শিশুকে ব্যবহার করা যাবে না–

- কোনোভাবেই খবরকে চটকদার, যৌন আবেদনসংবলিত রগরগে করে তোলা যাবে না। বিবরণে ও ছবিতে শিশুকে যৌন আবেদনের উপায় হিসেবে উপস্থাপিত করা যাবে না।
- শিশুবিষয়ক খবরের আবেদনকে নিছক মানুষের আবেগ জাগানোর উদ্দেশ্যে উচ্চকিত করে ব্যবহার করা যাবে না।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্ত

নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা উভয়সংকট অবশ্যম্ভাবী। ভালো ও ক্ষতিকর ফলাফলের মধ্যে বিচার করে প্রতিনিয়ত ছোট বা বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সংশ্লিষ্ট মানুষজনের অযাচিত ক্ষতি যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা করতে হয়। ঘটনায় যখন শিশু জড়িত থাকে অথবা বিষয়ের কোনো দিক তুলে ধরলে সংবাদের শিশু শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তখন এই উভয়সংকট মীমাংসায় সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা অনেক বড় হয়ে আসে। সংবাদ প্রকাশের তাড়াহুড়োর মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজটি কঠিন। সাংবাদিকতার নৈতিকতা হলো– চরম কোনো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি না হলে– শিশুর স্বার্থ সবার ওপরে।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসবেই! দ্বিধা হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কেননা তা হলেই রিপোর্টার শিশুর জন্য নৈতিক সাংবাদিকতা করতে সজাগ থাকতে হবে। দ্বিধা যার হবে না, তিনি বেখেয়ালে শিশুর জন্য হানিকর কোনো কাজ করে ফেলতে পারেন।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব/উভয়সংকট নৈতিকতার অনুষঙ্গী

নীতি-নৈতিকতা চলমান বিবেচনা দাবি করে। প্রতিটি ঘটনায় করণীয় খুঁটিয়ে ভাবতে হবে। শিশুর প্রেক্ষাপটে সংবাদসংক্রান্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে :

- জনস্বার্থে মানুষের জানার অধিকার এবং শিশুর সুরক্ষার দাবির মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রশ্নে শিশুর সুরক্ষা বা তার ক্ষতি না করা অগ্রাধিকার পাবে।
    - যেসব ঘটনায় শিশু জড়িত আছে, সেখানে শিশুর স্বার্থের যে স্বভাবত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, সেটা লঙ্ঘন করতে হলে সাংবাদিকদের চরম (একসেপশনাল) জনস্বার্থের যুক্তি দেখাতে হবে।'
    - শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে সত্য প্রকাশে সচেষ্ট হতে হবে।
- শিশুর প্রতি ন্যায্যতা, তার ও তার স্বার্থের সুরক্ষা, প্রায় সব সময় সবার ওপরে থাকবে। খুবই বিরল ক্ষেত্রে কোনো শিশুর ঝুঁকি অনিবার্য হলে (যদি একদিকে শিশুর স্বার্থ, অন্যদিকে হাজার মানুষের জীবন রক্ষার স্বার্থ উপস্থিত হয়) তার সুরক্ষার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- যদি কখনো বাস্তবতা প্রকাশের স্বার্থে নির্মম অথবা অবাঞ্ছিত/স্পর্শকাতর কোনো ছবি প্রকাশ করা অপরিহার্য মনে হয়, তখন সবচেয়ে সহনীয় প্রকাশের উপায় খুঁজতে হবে। সম্পাদকীয় নোট দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।
- শিশু জড়িত আছে, এমন যেকোনো বিষয়ে ওই শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে সংবাদসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে।
    - তার সর্বোত্তম স্বার্থ সম্পর্কে ওই শিশুর মতামত নিতে হবে এবং তার বয়স, বুঝ-বিবেচনার পরিণতি ও দায়িত্ববোধ অনুসারে সেই মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।
    - শিশুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন, অভিভাবক/শুভানুধ্যায়ীর মতামত নিতে হবে, সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। বুঝসম্পন্ন শিশু তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে সেটা আমলে নিতে হবে, আলোচনা করতে হবে।
- কঠিন দ্বিধাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে একা সিদ্ধান্ত না নিয়ে সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষ এবং অভিজ্ঞ সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত/সমাধান নিতে হবে।
- সংবাদসংক্রান্ত সব সিদ্ধান্তের কারণ ও যুক্তি, ফলাফল ও তাৎপর্য ভেবে; লাভ-ক্ষতি ও ন্যায্যতা বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিদ্ধান্তের যুক্তি নিজের কাছে পরিষ্কার হতে হবে।
- ভুল বা বিচ্যুতি ঘটলে সেটা স্বীকার করে সংশোধনের এবং প্রতিকারের চেষ্টা করাও কিন্তু নৈতিকতার দাবি।
- প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষণিক বাণিজ্যিক লাভের বিবেচনাতাড়িত নীতিবিরুদ্ধ কাজ না করার বিষয় সচেতন থাকতে হবে।

নৈতিকতার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কিছু ক্ষেত্র

পরিস্থিতিগুলো কল্পিত। কিন্তু এই আদলের দ্বিধাদ্বন্দ্বে রিপোর্টারকে বিভিন্ন সময়ে পড়তে হতে পারে। আপনার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এর সঙ্গে যোগ করতে পারেন। এগুলো নিয়ে ভাবার চর্চা দ্বিধাদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে যেমন রিপোর্টারকে সচেতন করবে, তেমনি চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

১) ঘটনায় জড়িত শিশুর সঙ্গে কথা বলা

আট বছরের সোহাগ বাবা আবদুর রশিদের হাতে মা কামরুননাহারকে খুন হতে দেখেছে। তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা আপনাকে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেবেন বললেন।

- ✓ কথা বলতে চাইবেন? আপনি কি এ কথা বন্ধু সাংবাদিকদের বলবেন? সঙ্গে কেউ যেতে চাইলে নেবেন? না নিলে কেন নেবেন না?
- ✓ আপনি কথা বলতে গেলেন। সে কথা বলতে চায় কি না, এটা কি আগে নিশ্চিত হবেন–তার অনুমতি নেবেন? দেখছেন যে, সে খুবই হতবিহ্বল। আপনি প্রশ্ন করলে সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললে কিছুটা উত্তর মিলছে। আপনি কী করবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

> কথা বলা যদি শিশুর আঘাতকে (Trauma) আরো বাড়িয়ে দেয়, তাহলে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২) সংবেদনশীলতা : জড়িত শিশুর ওপর প্রভাব ভাবা

ঢাকার পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের কয়েক দিন পর সেখানকার এক বড় সেনা কর্মকর্তা কর্নেল জলিল আহমেদ ও তার স্ত্রী আশেকা আহমেদের লাশ কবর থেকে তোলা হয়েছে। তাদের বাড়িতে গিয়ে আপনি শোবার ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ দেখলেন। বিছানার পাশে ছিন্নবিচ্ছিন্ন একটি সালোয়ার ও কামিজ পড়ে ছিল। আপনি এসবের ছবি তুলেছেন। এই দম্পতির দুটি শিশু সন্তান আছে, তারা ঘটনার দিন পিলখানার বাইরে স্কুলে ছিল। এখন এক আত্মীয়ের বাড়িতে আছে।

- ✓ আপনি কি ওই বাড়ির চিত্র বিষয়ে রিপোর্ট করবেন? কীভাবে করবেন? কী ছবি ছাপবেন? কী বিবেচনা করবেন? কোথায় সতর্ক হওয়া দরকার বলে মনে করেন?

> বিশদ ছবি না ছাপা ভালো হবে।

বারো বছরের নিলয় মোস্তফার বাবা-মা দুজনেই চাকরি করেন। নিলয় স্কুল থেকে এসে একা একা বাড়িতে থাকে। পাড়ার দুজন বয়সে একটু বড় ১৪/১৫ বছরের কিশোর আনু ও সলিমের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। এরা তিনজন দুপুরে কাজের বুয়া চলে গেলে বাড়িতে বসে ভিসিপিতে পর্নো ছবি দেখত। একদিন বাবা-মা বাড়ি ফিরে দেখেন নিলয়ের গলা কাটা লাশ ঘরে পড়ে আছে, ভিসিপি নেই। আনুকে পুলিশ ধরতে পেরেছে। সে বলেছে, ভিসিপি ও নিলয়ের দামি একটি ক্যামেরার লোভে তারা দুজন এই খুন করেছে। ঘটনাটি বেশ কয়েক দিন ধরে রিপোর্ট করছেন। ব্যাপক আলোচিত বিষয়। একসময় কথা হতে থাকে যে, নিলয়ের বাবা-মার দায়িত্বে ঘাটতি ছিল। ঘটনার দায় তাদের ওপরেও বর্তায়।

- ✓ আপনি পুরো বিষয়টি কীভাবে রিপোর্ট করবেন? আনু ও সেলিম সম্পর্কে কী লিখবেন এবং কী লিখবেন না? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে? নিলয়ের বাবা-মায়ের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু লিখবেন/তাদের প্রশ্ন করবেন? সিদ্ধান্তের যুক্তি বলুন।

> অভিযুক্তের নাম-পরিচয় দেয়া যাবে না, লেখায় অভিযোগের সুর থাকবে না। মা-বাবার মানসিক অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল থেকে তাদের দায়িত্বের প্রসঙ্গটি আনতে হবে, রয়ে সয়ে।

৩) বীভৎসতা/নিষ্ঠুরতা দেখানোর উপায় ভাবা

লঞ্চডুবি হয়েছে। চার দিন পর উদ্ধারকারীরা একটি শিশুর গলিত দেহ উদ্ধার করেছেন। উদ্ধারকারী ডুবুরি যখন সে দেহ টেনে তুলে ডাঙায় এসে দাঁড়ান, তার হাতের একটি চুড়ি দেখে তার মা ছুটে এসে আহাজারি করছিলেন। পুরো দৃশ্যটি আপনি ক্যামেরাবন্দি করলেন। মায়ের আহাজারির আলাদা ছবিও নিলেন।

- ✓ ছবি নেয়ার আগে কি অনুমতি নেবেন? ছবি কি ছাপাবেন? কোনটি? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী? অন্য লাশের ছবি ছাপবেন? রিপোর্টটি কীভাবে লিখবেন?

> সাধারণভাবে লাশের ছবি ছাপবেন না। মায়ের আহাজারির ছবি ছাপা যায়, তবে নিকটজন কারো অনুমতি নেয়া বাঞ্ছনীয়।

রাজন নামের একটি শিশুকে চুরির অপবাদে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। পুরো ঘটনাটি মোবাইল ফোনে ধারণ করে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়।

- ✓ আপনি কি এই নির্যাতনের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেবেন? নির্যাতনের ছবি ছাপবেন?
- ✓ মায়ের হাতে শিশু খুন– এমন ঘটনায় কীভাবে খবর করবেন?

> খবর করার সময় আপনার দেয়া বিবরণ বা ছবি অন্য শিশুর ওপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবে কি না, তা বিবেচনা করে সতর্ক থাকতে হবে। নির্যাতনের বিশদ ছবি ছাপার কি দরকার আছে?

৪) স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলা, কথা শোনা

পনেরো বছরের পারুল আক্তার গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। স্কুলে যাওয়ার পথে তাকে তুলে নিয়ে যায় রফিক, গোলাম, আলম ও শফিক– প্রতিবেশী এই চার যুবক। মেয়েটি বলছে, একটি বাড়িতে আটকে রেখে তারা তাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। সংলগ্ন একটি পাটখেত থেকে মেয়েটিকে উলঙ্গ অবস্থায় উদ্ধার করে এলাকার মানুষজন। অভিযুক্তরা পলাতক। এলাকায় যে একটিমাত্র বেসরকারি উচ্চবিদ্যালয় আছে, মেয়েটি সেখানে নবম শ্রেণিতে পড়ত। গত বার্ষিক পরীক্ষায় সে প্রথম হয়েছিল। তার ছোট বোনও একই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা শফিকুল ইসলাম স্থানীয় বাজারে একটি মুদি দোকানের মালিক। রসুলপুর গ্রামের মোড়লপাড়ার উত্তর পাশে তাদের বাড়ি। তার মা একজন গৃহবধূ। তারা চার ভাইবোন। মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দর, বাড়ন্ত গড়নের। প্রতিবেশী কেউ কেউ গোপনে আপনাকে বলেছেন, মেয়েটি প্রায়ই বাজারে-পথেঘাটে ছেলেদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলত। মেয়েটি নিজে থানায় গিয়ে মামলা দায়ের করেছে। সে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে।

- ✓ সে রাজি হলে কি তার সঙ্গে কথা বলা বা তার দেয়া তথ্য জায়েজ হবে? এ ঘটনা আপনি কীভাবে রিপোর্ট করবেন? কী খোঁজ করবেন, কার বক্তব্য নেবেন? ওপরের কোন কোন তথ্য ব্যবহার করবেন? সিদ্ধান্তগুলোর যুক্তি কী হবে?

> তার সঙ্গে কথা বলার সময় সংবেদনশীল ও সতর্ক থাকুন। মেয়েটি সুন্দরী, প্রতিবেশীদের মন্তব্য– এসব বাদ দিন।

৫) শনাক্তকরণের বিবেচনা

ভারতের কলকাতার সোনাগাছি যৌনপল্লি থেকে যশোরের শার্শা উপজেলার ডিহি ইউনিয়নের শিববাস গ্রামের আরিফা, মোমেনা ও শরিফা– এ তিন কিশোরীকে উদ্ধার করার পর দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

- ✓ আপনি এদের ছবি পেয়েছেন, নাম-বাবার নাম এবং আনুষঙ্গিক তথ্য পেয়েছেন। রিপোর্ট করবেন? কীভাবে? ছবি ছাপাবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী?

> এদের শনাক্ত করলে ক্ষতি হবে

আরেক ঘটনায় তিনটি ১০-১১ বছরের মেয়ে– নাবিলা, কামিনী ও রশিদা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ এবং দেশে ফিরিয়ে আনার সঙ্গে যুক্ত একটি এনজিও বলছে, এরা দিল্লির একটি চুড়ি কারখানায় দাসত্ব করছিল। এদের বাবা-মায়ের খোঁজ মেলেনি।

- ✓ এদের ছবি ও বিস্তারিত বিবরণ ছাপাবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

> এদের হেফাজতকারী এবং সমাজকর্মীর অনুমতি নিয়ে এবং সব ঝুঁকি আলোচনা-বিচার করে বাবা-মাকে খুঁজে বের করার স্বার্থে ছবি ছাপার কথা ভাবা যায়।

দৌলতদিয়া যৌনপল্লির যৌনকর্মীদের কন্যাসন্তানেরা কাছেই কেকেএস এনজিওর একটি নিরাপদ আবাসে থেকে লেখাপড়া করছে। হাসনাহেনা, শাবানা, সুমি, আবেদাসহ কয়েকজনের সঙ্গে আপনি কথা বললেন। তারা তাদের স্বপ্নের কথা জানাল। আপনি তাদের দৈনন্দিন কিছু কাজের এবং ক্লাসে লেখাপড়া করার ছবি তুলেছেন।

- ✓ তারা কি ছবি তুলতে দিতে বা কথা বলতে রাজি হয়েছে বা আপনি কি সম্মতি চেয়েছেন? আপনি রিপোর্টের কথা তাদের কী বলবেন? ছবি ছাপাবেন? তাদের নাম ব্যবহার করবেন? তাদের মায়েদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করবেন?

> সজ্ঞান সম্মতি লাগবে। শনাক্ত করা যাবে না। মায়েদের কথা জিগ্যেস করা উচিত হবে না।

৬) অনুকরণ-সতর্কতা

ইন্টারনেটে বাংলাদেশি পর্নোগ্রাফির কয়েকটি ওয়েবসাইট নিয়ে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এসব ওয়েবসাইটে ১২-১৪ বছরের বিভিন্ন মেয়েকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি নিজে বিষয়টি যাচাই করেছেন। এবং কিছু ইনডিরেক্ট ছবি নামিয়েছেন। এতে ওই মেয়েদের মুখ ঝাপসা, হার্ডকোর পর্নোছবিও এগুলো নয়। কিন্তু তাদের ছবির আভাসে, ভঙ্গিতে বিষয়টি বোঝা যায়।

- ✓ আপনি কি রিপোর্টে ওয়েবসাইটের নাম দেবেন? প্রমাণ হিসেবে ওই ছবি ছাপাবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি বলুন।

> নাম দেবেন না। অনেকে তখন দেখতে উৎসাহী হবে। ওই ছবি ছাপবেন না।

গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে শহরে ইয়াবা ব্যবসার ওপরে একটা প্রতিবেদন পেয়েছেন। তাতে অনেক বিশদ তথ্য আছে। যেমন : কোথায় কোথায় এটা মিলছে; কারা এটার উপাদান আমদানি করে; কী পদ্ধতিতে কেমন দামের কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কারা এটা তৈরি করে; কারা বিক্রি করে; কীভাবে নেশাকারীরা এটা সংগ্রহ করে। কোথায় কোথায় এটা সেবনকারীদের আড্ডা বসে।

- ✓ প্রতিবেদন করবেন? কীভাবে করবেন? কেন কী সিদ্ধান্ত নেবেন?

> প্রক্রিয়া-পদ্ধতি, কোথায় পাওয়া যায়, এসব তথ্য দেবেন না।

৭) দুর্বল অবস্থানের শিশু

টোকাইদের বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ওপরে প্রতিবেদন করছেন। অনেক দিন ধরে সরেজমিনে ঘুরে, অনেকের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট করছেন। টোকাইদের কেউ চুরির কথা বলছে, কেউ স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হয়ে অস্ত্র বহন করার কথা বলছে। কেউ জানাচ্ছে, হরতালের সময় পিকেটিংয়ে অংশ নেয়ার কথা। পুলিশ আবুল, মনির ও রসুল নামের তিন জনের ছবি দিয়ে জানাচ্ছে, এরা ভাড়াটে খুনি। এরা এখন আটক আছে। মাত্র কয়েক শ টাকার বদলে অনেকগুলো খুন করার কথা এরা স্বীকার করেছে। পুলিশের বয়ান অনুসারে এরা মারাত্মক খুনে।

- ✓ টোকাইদের সঙ্গে কথা বলার আগে নিজেকে কীভাবে পরিচিত করবেন, নাকি পরিচয় লুকোনো ভালো হবে? কেন কথা বলছেন সে সম্পর্কে কী জানাবেন? কোন তথ্য কীভাবে রিপোর্ট করবেন? কার ছবি ছাপাবেন বা ছাপাবেন না? এদের সম্পর্কে বাস্তবতার কোনদিক তুলে ধরবেন? এদের কী হিসেবে/কীভাবে উপস্থাপন করবেন? কাদের নাম-পরিচয় গোপন রাখবেন এবং কেন? কাদের সম্পর্কে পুলিশকে আপনার পাওয়া তথ্য জানাবেন এবং কেন?

> নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য খুলে বলতে হবে। শিশু বয়সিদের শনাক্ত করা যাবে না। 'টোকাই' আখ্যা দেয়া বা স্টেরিওটাইপ করা চলবে না। অনুসন্ধান করতে হবে– কারা এদের ব্যবহার করে, ফোকাস হবে সেটা।৮)

৮) ইতিবাচক খবর ও শিশুর মানবিক মর্যাদা

দিনমজুরের ছেলে রবিউল হোসেন এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে। পরিবারটি হতদরিদ্র। ছেলেটি খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করেছে। সে ভবিষ্যতে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এখন টাকার অভাবে তার কলেজে ভর্তি হওয়া না-ও হতে পারে।

- ✓ এ বিষয়ে আপনি কীভাবে প্রতিবেদন করবেন? কী ফুটিয়ে তুলবেন? কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকবেন?

> তার মর্যাদা রক্ষা করে তার পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলতে হবে। তার সাফল্য ও বাধা জয়ের দিকটি গুরুত্ব পাবে।

আরো কিছু খবর :

- কিশোরীর আত্মহত্যার খবর– উত্ত্যক্ততার শিকার হয়ে আত্মহত্যা
  - ✓ আত্মহত্যার পদ্ধতি বিশদ বলা যায় না
  - ✓ আত্মহত্যাকে উপায়/সুযোগ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় না।
  - ✓ সেনসেশনাল করা যায় না
  - ✓ সহযোগিতা কোথায় পেতে পারে তা বলুন।

- ১৬ বছরের ছেলে সাত বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে।
  - ✓ অভিযুক্তও শিশু, তার সুরক্ষা ভাবা

- বাবা/মায়ের হাতে সন্তান হত্যা– পরকীয়ার অভিযোগ
  - ✓ শিশু পাঠকের মধ্যে যেন নিরাপত্তাহীনতা না আসে। বাবা-মাকে শিশুরা সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়-ভরসা হিসেবে দেখে। সেই আস্থা যেন ক্ষুণ্ন না হয়। সাধারণীকরণ না করে সংবেদনশীলতার সঙ্গে ঘটনার সুনির্দিষ্ট উপস্থাপন দরকার।
  - ✓ বিস্তারিত, বিশদ অসুস্থ উপস্থাপন এড়ানো দরকার।

- স্কুলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ– ছবি ছড়িয়ে পড়া
  - ✓ শিক্ষকের পরিচয় প্রকাশ না করা
  - ✓ মেয়েটি পরিচয় যেন প্রকাশ না পায় তা নিশ্চিত করা।
  - ✓ এ নিয়ে সহপাঠীদের মানববন্ধনের খবর/ছবি বক্তব্য তুলে ধরা, তবে মেয়েটিকে শনাক্ত না করে।

এগুলো কঠিন উভয়সংকট। সব দিক বিচার করে যথাসম্ভব কম ক্ষতি করার চেষ্টা করতে হবে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে সম্পাদকের যুক্তি নোট দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে।

শেষ কথা

নীতিমালা বা আচরণবিধি সাংবাদিকের নিজের তাগিদ থেকে স্বেচ্ছায় মেনে চলতে হবে। তা ছাড়া কোনো নীতিমালাই নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে পারবে না। সেটা করতে পারে একমাত্র সাংবাদিকের নিজস্ব নৈতিকতাবোধ, সেই বোধের প্রতি তার একনিষ্ঠ আনুগত্য– দায়বদ্ধতা। সাংবাদিকদের মধ্যে আত্মসমালোচনার চর্চা খুব দরকার– এককভাবে নিজের কাজের, পেশার সার্বিক ভূমিকার। নিজের কাজের ফলাফল বিচার করার অভ্যাস করুন। ফলাফলের দায়িত্ব নিন। প্রশ্নটি আপনার জবাবদিহির।

মনে রাখুন, শিশুর প্রতি দায়িত্বশীল থাকা, শিশুর কাছে জবাবদিহি বজায় রাখার অর্থ– ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্য মেটানো।

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org